বিধবাকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগে জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে মামলা

শহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী সদর উপজেলা যুব জামায়াতের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিধবা নারীকে ধর্ষণ এবং তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই নারী বাদী হয়ে আদালতে মামলা করেছেন। মামলাটি গ্রহণ করে পটুয়াখালী সদর থানার ওসিকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। মামলার পর থেকে শহিদুল ইসলাম আত্মগোপনে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) রাতে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবির।

আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২২ জুলাই পটুয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই নারী। মামলায় শহিদুল ইসলামকেই একমাত্র আসামি করা হয়েছে। পরে বিচারক শিরিন নিলা মামলাটি গ্রহণ করে সদর থানার পুলিশকে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

শহিদুল ইসলাম পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের বানিয়াকাঠী গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। যুব জামায়াতের সভাপতির পাশাপাশি তিনি পটুয়াখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের দপ্তর সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

মামলার অভিযোগে ওই নারী জানান, প্রায় সাত বছর আগে তার স্বামীর মৃত্যু হয়। এরপর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি। এ সময় শহিদুল ইসলাম তাকে বিভিন্নভাবে প্রস্তাব দিতে থাকেন। তাতে সাড়া না দেওয়ায় পরে বিয়ের কথা বলেন এবং নিজের বোনের দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২৪ মার্চ সকালে শহরের শেরে বাংলা সড়কে অবস্থিত শহিদুল ইসলামের বোনের বাসায় ওই নারীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি কক্ষে আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ভয় দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করার অভিযোগও করেছেন বাদী।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, এসব ঘটনার একপর্যায়ে ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য তাকে চাপ দেওয়া হলেও তিনি সম্মতি দেননি। পরে গত ১৮ মে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার কথা বলে তাকে একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভয়ভীতি দেখিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর পর পরদিন জ্ঞান ফিরলে তিনি জানতে পারেন, তার গর্ভের সন্তান আর নেই।

বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবির বলেন, বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ওই নারীকে শহরে এনে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছে বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে পটুয়াখালী জেলা জামায়াতের আমির নাজমুল আহসান বলেন, বিষয়টি বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন। তাই এ নিয়ে এখন কোনো মন্তব্য করতে চান না। আদালতের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় অভিযোগের সত্যতা বেরিয়ে আসবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দলীয়ভাবে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পটুয়াখালী সদর থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, আদালতের আদেশের লিখিত কপি এখনো থানায় পৌঁছায়নি। সেটি পাওয়ার পর আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।